শান্তি নির্বাসনে ঃ তাই......

----- মাহমুদ হাসান বান্না

৬০০ কোটি মানুষের বিশ্বকে পশ্চিমা রঙ্গমঞ্চ বানিয়ে প্রহসনের সর্বশেষ দৃশ্যে আমরা দেখেছি মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার নোবেল শান্তির (!) পুরস্কার (Nobel Peace Prize) বিজয়। বারাক ওবামা জনগনের মাঝে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা শক্তিশালীকরনে তার অসাধারণ প্রচেষ্টার স্বীকৃতি স্বরূপ এ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর এই তথাকথিত শান্তির পুরস্কার বিজয় বিশ্বের নির্যাতিত সাধারণ মানুষকে আরো ভাবিত করে তুলেছে। তাই আমাদের প্রকৃতভাবে বুঝতে হবে নোবেল শান্তির পুরস্কার প্রদানের মাপকাঠি কি এবং বারাক ওবামার এ নোবেল শান্তির পুরস্কার প্রাপ্তি কতটুকু যুক্তি সঙ্গত?

১. নোবেল শান্তি পুরস্কার কি?

সুইডিশ রসায়নবিদ আলফ্রেড নোবেল (১৮৩৩-১৮৯৬) যিনি ডাইনামাইড উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন, তাঁর নামানুসারে প্রদিত পুরস্কার হচ্ছে নোবেল পুরস্কার। নোবেল পুরস্কার রসায়ন, পদার্থ, চিকিৎসা শাস্ত্র, সাহিত্য, অর্থনীতি ও শান্তির সহ বিভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রদান করা হয়। ১৯01 সাল থেকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। নোবেল এর ইচ্ছানুসারে শান্তির পুরস্কার প্রদান করা হবে এমন কাউকে যে, বিগত বছরে ভিন্ন জাতি সমুহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে, নিয়মিত সেনাবাহিনী ধ্বংস অথবা সীমিত করনের জন্য এবং শান্তির সম্পর্ক ধারণ ও প্রচারের জন্য যে সর্বোচ্চ অথবা সর্বোত্তম কাজ করেছে। নোবেলের এই ইচ্ছানুসারে প্রতিবছর একজন বা যৌথভাবে একাধিক ব্যাক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানকে বিশ্বের সর্বাধিক স্বীকৃত এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০09 সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বিশ্ব শান্তির প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরনা দায়ক অগ্রনী ভূমিকা পালনের জন্য এ মহান (!) স্বীকৃতিতে ভূষিত হলেন।

২. শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তির প্রকৃত মাপকাঠি

শান্তির পুরস্কার প্রাপ্তির একটা মাপকাঠি অথবা আলফ্রেড নোবেলের ইচ্ছা উপরে বলা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে অনেক শান্তির পদক প্রাপ্ত ব্যাক্তিত্বের মধ্যে নোবেলের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে নি। তাই শান্তির পুরস্কার প্রদানের জন্য নোবেলের ইচ্ছাকে প্রকৃত মাপকাঠি বলা যাবে না। কিন্তু সেই প্রকৃত মাপকাঠি কোথাও খাতা-কলমে লিখা নেই। তাই এটা জানাও কষ্টকর ব্যাপার, কিন্তু আমরা বিভিন্ন সময়ে শান্তির পদক প্রাপ্তদের নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে হয়তো একটা সমাধানে পৌছাতে পারি। নিম্নে বিশেষ কয়েকজন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যাক্তির নাম উল্লেখ করা হলো এবং তাদের শান্তির পুরস্কার প্রাপ্তির অঘোষিত কারনও উল্লেখ করা হলোঃ

১৯৭৮- আনোয়ার সা'দাত ও মেনাচেম বেগিন ঃ মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সা'দাত ও পশ্চিমাদের অবৈধ সন্তান ইসরাইলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিনকে যৌথভাবে ১৯৭৮ সালে শান্তির পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৯৭৩ সালে সংঘটিত মিসর-সিরিয়ার সাথে ইসরাইলের যুদ্ধে মাত্র দুইদিনের মাথায় মিসরীয় বাহিনী বিজয়ী অবস্থানে ছিল। সেই সময়ে মুসলমানের অল্প ক্ষতির বদৌলতে দুই দিনে ইসরাইল ৪৯ টি যুদ্ধ বিমান ও ৫০০ টি ট্যাংক হারায় এবং পৃথিবী থেকে নিঃশ্চিন্ন হওয়ার প্রহর গুনে। এমতাবস্থায় আনোয়ার সা'দাত যুদ্ধ প্রত্যাহার করে এবং ইসরাইলের সাথে শান্তির চুক্তি করে। মুসলমানের রক্তের সাথে বেঈমানীর প্রতিদান স্বরূপ আনোয়ার সা'দাতকে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীর সাথে যৌথভাবে শান্তির পুরস্কার প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, তথাকথিত শান্তির দূত মেনাচেম বেগিন ফিলিস্তিনিদের সম্পর্কে মন্তব্য করে, "ফিলিস্তিনিরা দুই পায়ে হাটা কীট " বলে।

১৯৯৪- ইয়াসীর আরাফাত, শিমন পেরেজ, ইতযাক রাবিন ঃ ১৯৯৪ সালে PLO এর প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত, তৎকালীন ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিমন পেরেজ ও তৎকালীন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী ইতযাক রাবিনকে যৌথভাবে শান্তির পুরস্কার প্রদান করা হয়। একথা স্বীকৃত যে, দখলকৃত ফিলিস্তিন যা ইসরাইল নামে পরিচিত তা মুসলমানদের কাছে প্রিয় ভূমি। এই পবিত্র ভূমিতে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল দখল দায়িত্ব রেখেছে এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্ব আজো তা মেনে নিতে পারেনি। এ ভূমি মুসলমানদের ঈমানের দাবী তাই এর ক্ষুদ্র কণাংশ ও মুসলমানেরা ছাড়তে পারে না। কিন্তু ইয়াসির আরাফাত ফিলিস্তিন অবমুক্ত করনের ইসলামী দাবীকে একটা জাতীয়তাবাদী দাবীতে পরিণত করার অপচেষ্টা করেছেন। তিনি ইসরাইলীদের সাথে দ্বিজাতি শান্তির চুক্তিতে এসেছেন এবং নামে মাত্র অংশে এবং সীমিত ক্ষমতা প্রদিত ইসরাইলের প্রস্তাবিত ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ব্যাপারে ইসরাইলের সাথে একাত্বতা ঘোষণা করেছেন। তিনি ইতযাক রাবিনকে নিজের ভাই বলে সম্ভাষন করেন যে কিনা ফিলিস্তিন সম্পর্কে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এই বলে, "ইসরাইল পরবর্তী ১০ থেকে ২০ বছরে এমন একটা ব্যাবস্থা গ্রহণ করবে যা গাজা উপত্যকা এবং পশ্চিম তীর থেকে উদ্বাস্তুদের জর্দানে গমন বৃদ্ধি করবে"। সুতরাং এই শান্তির পুরস্কারও প্রদান করা হয়েছে নিরীহ ফিলিস্তিনি মুসলমানদের সাথে দুর্ব্যবহার করার কারনে।

২০০১- জাতিসংঘ এবং কাফি আনান ঃ ২০০১ সালে আমেরিকা কোন প্রমান ছাড়াই সন্ত্রাস দমনের নামে আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষদের উপর আক্রমন করে। চলমান এ যুদ্ধে কয়েক লক্ষ সাধারণ মুসলমান প্রাণ হারিয়েছে। জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনান ও জাতিসংঘ তখন নীরব ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর পুরষ্কার স্বরূপ তাদেরকে শান্তির পুরষ্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

২০০৩- শিরিন এবাদী ঃ ইরানের নারীবাদী কর্মী শিরিন এবাদীকে ২০০৩ সালে শান্তির পুরষ্কার প্রদান করা হয়। শিরিন এবাদীর বিশেষ যোগ্যতা হচ্ছে তিনি গনতন্ত্রের পরে গান গাওয়াতে পারদর্শী। শিরিন এবাদী মুসলিম বিশ্বে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগী, যে গনতন্ত্রের জন্য ইরাক ও আফগানিস্তানের সাধারন মানুষদের মরতে হচ্ছে।

২০০৫- আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি এজেন্সী ও মোহাম্মদ আল বারাদি ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে পরমানু অস্ত্র আছে যা বিশ্বের জন্য হুমকি স্বরূপ, এই দোহাই তুলে ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমন করে। পরমানু অস্ত্র তলস্নাশী এই অভিযানে এযাবৎ ১৫ লক্ষাধিক মুসলমান প্রাণ হারিয়েছে; অথচ এই তথাকথিত পরমানু অস্ত্রের সন্ধান এখনো পাওয়া যায় নি। আর এই পরমানু অস্ত্র সংক্রান্ত তথ্যের ব্যাপারে পশ্চিমাদের সার্বিক সহযোগীতা করেছে IAEE.

২০০৬- ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস ও গ্রামীন ব্যাংক ঃ বিশ্বব্যাপী পুজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যাবস্থার কারনে ১৫০ কোটির ও অধিক লোক প্রতিদিন না খেয়ে ঘুমায়। পুজিবাদী ব্যাবস্থা সাধারণ মানুষকে চুষে খাচ্ছে এবং তাদের কাছ থেকে নেয়ার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কিন্তু ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস এই অতি দরিদ্র মানুষদেরও চুষে খাওয়ার ব্যাবস্থা করে দিয়েছেন। দরিদ্র মানুষকে ক্ষুদ্র ঋন (যা Microcredit নামে পরিচিত) দিয়ে চড়া সুদে সেই ঋন আদায় করা হচ্ছে। আর এই সুদসমেত ঋন আদায় করতে গিয়ে বাংলাদেশে অনেক দরিদ্র পরিবার ভিটা-মাটি পর্যন্ত হারিয়ে ইউনুসীয় ব্যাথায় কাতরাচ্ছে। পুজিবাদী যন্ত্রনাকলের নতুন উৎপাদন যন্ত্র আবিষ্কারের পুরষ্কার স্বরূপ ডঃ ইউনুস ও গ্রামীন ব্যাংক ২০০৬ সালে শান্তির পুরষ্কার লাভ করে।

২০০৯- বারাক ওবামা ঃ প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে এই বছর শান্তির পুরষ্কার প্রদান করা হয়েছে। তাহলে বড় প্রশ্নই থেকে যাচ্ছে, বারাক ওবামা তাঁর পূর্বসুরীদের মতো কি শান্তির (!) প্রতিষ্ঠা করেছেন?

৩. ওবামার শান্তি মিশন

সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদে বিশ্বাসী মার্কিন আমেরিকায় বারাক ওবামার বিজয় একটা বিস্ময় হিসেবেই দেখা দিয়েছে। মার্কিনিরা বরাবরাই বর্ণবাদী আর শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ ওবামার বিজয় একটা বিস্ময় বটে। তবে মার্কিন নির্বাচনে ওবামার বিজয়ের পিছনে তাঁর আকর্ষনীয় নির্বাচনী শেস্নাগান "পরিবর্তন "(Change) এবং "আশা" (Hope) মার্কিন জনগনকে পরিবর্তনের আশায় আশান্বিত করেছিল। তাই তাঁরা ওবামার পিছনে দাড়িয়েছে এবং তাঁকে নির্বাচিত করেছে তাদের নেতা হিসেবে। কিন্তু মুসলিম বিশ্বে ওবামার প্রতি সমর্থন ছিল অন্য কারনে। ওবামার নামের মাঝখানে মুসলমান নাম (হোসাইন) থাকার কারনে মুসলমানরা তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিল এবং স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে প্রতারিত হয়েছে। ওবামার বিজয়ের পর মুসলিম বিশ্বের অনেক নামী দামী (!) ব্যক্তিত্ব ওবামাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এবং নতুন আশায় আশান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু ওবামা তাদেরকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে অতীত মার্কিন নীতিতে হাটলেন। সাম্প্রতিক ওবামার শান্তির পুরষ্কার বিজয়ের পরও মুসলিম বিশ্বের তথাকথিত নামী দামী নেতা নেত্রীরা ওবামাকে মার্কিন জনগনের আগেও অভিনন্দন জানিয়েছেন। আমাদের নেত্রীদ্বয়ও এর ব্যাতিক্রম নয়। নিম্নে ওবামার কিছু শান্তির (!) পদক্ষেপ বর্ণনা করা হল ।

নির্বাচন পূর্ববর্তী ঘোষণাঃ

২০০৮ সালে ৪ জুন ওবামা, আমেরিকান ইসরাইলী পাবলিক অ্যাফেয়ার কমিটি (AIPAC) তে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, "আমি জানি, যখন আমি AIPAC সফর করছি তখন আমি রয়েছি আমার বন্ধুদের মাঝে, যারা কিনা আমার ভালো বন্ধু এবং এই বন্ধুরা বর্তমান ভবিষ্যত ও চিরকালের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের বন্ধন অটুট রাখার ব্যাপারে আমাকে সহায়তা করবে"। ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ওবামা বলেন, "আমরা জানি, ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার ছিল সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ও প্রয়োজনীয়"। ইসরাইলের নিরাপত্তা বিষয়ে তিনি বলেন, "আমাদের ঐক্য ও বন্ধুত্ব একই ধরনের মুল্যবোধ ও একই ধরনের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যারা ইসরাইলকে হুমকি দিয়ে থাকে তাঁরা মূলতঃ আমাদেরকেই হুমকি দিয়ে থাকে। ....প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি একটি সমঝোতা চুক্তি বাস্তবায়ন করবো যার আওতায় একযুগের মধ্যে ইসরাইলকে (সামরিক খাতে) ৩০ বিলিয়ন ইউ এস ডলার সহায়তা প্রদান করা হবে। ইসরাইলের সামরিক খাতে যে বিনিয়োগ হবে অন্য কোনও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তা করা হবে না"। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির প্রতিষ্ঠা ও ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ব্যাপারে ওবামার মনোভাব হচ্ছে, "মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির প্রতিষ্ঠার যে দীর্ঘ প্রক্রিয়া সে ব্যাপারে অবশ্যই ফিলিস্তিনীদের আন্তরিক হতে হবে।...........ফিলিস্তিনীদের অবশ্যই একটা রাষ্ট্র

দরকার......... কিন্তু ফিলিস্িনীদের সাথে কোন ধরনের চুক্তির আগে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে তারা অবশ্যই ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি দিবে, নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং ইসরাইলীদের আত্মরক্ষা করার মতো একটি সীমানা নির্ধারনে সম্মত হবে। তাছাড়া জেরুজালেম হবে ইসরাইলের রাজধানী এবং এটিকে অখন্ড রাখতে হবে।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নির্বাচনে বিজয়ের পূর্বেই মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির ব্যাপারে ওবামার অবস্থান স্পষ্ট। যে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল আদিবাসী মুসলমানদের বিতাড়িত করে গঠন করা হয়েছে এবং বছরের পর বছর মুসলমানদের গনহত্যা করছে সেই ইহুদী রাষ্ট্র ওবামার চোখে ন্যায়সঙ্গত এবং মার্কিনীদের বন্ধু রাষ্ট্র। ইসরাইলে নিরাপত্তার স্বার্থে সর্বোচ্চ সহায়তার আশ্বাস দেয়া হয়েছে অথচ যখন ফিলিস্তিনের একটি কিশোর নিজের নিরাপত্তার জন্য পাথর ছুড়ে তখন তাকে বলা হয় সন্ত্রাসী।

নির্বাচন পরবর্তী কর্মকান্ডঃ

নির্বাচন পরবর্তী সময়ে ওবামা তখনও প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন নি, যখন ইসরাইল নিষিদ্ধ সামরিক অস্ত্র ব্যবহার করে গাজায় গনহত্যা চালায় ওবামা ইসরাইলের এহেন ন্যাক্কারজনক কর্মকান্ডকে সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি নির্বাচিত হবার পর তাঁর চিফ অব ষ্টাফ পদে কট্টর ইসরাইলী সমর্থক র‍্যাম ইসরাইল ইমানুয়েলকে নিয়োগ দিয়েছেন এবং বিশ্ব হরিপ্রাসাদ এর যুক্তরাষ্ট্র শাখার সমন্বয়কারী সোনাল শাহকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। বিশ্ব হরিপ্রাসাদ ও এর ছাত্র সংগঠন বজরং দল ২০০১ সালে গুজরাটে মুসলিম গনহত্যায় জড়িত। ওবামা ইরাক যুদ্ধ বিরোধী হলেও ইরাক যুদ্ধের কট্টর সমর্থক হিলারী ক্লিনটনকে তাঁর মন্ত্রী পরিষদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন।

ওবামা নির্বাচিত হওয়ার পর "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" এর সম্প্রসারিত কর্মসূচী হিসেবে আফগানিস্তানে ন্যাটো বাহিনীর যুদ্ধকে পাকিস্তানে সম্প্রসারিত করেছেন। ওবামা পাকিস্তানের 10 % Man আসিফ আলী জারদারীকে তাঁর নিজের দেশের জনগনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছেন। মার্কিনীদের ক্রমাগত হামলার মুখে এখন পর্যন্ত পাকিস্তানের ৩০ লক্ষাধিক জনগন উদ্বাস্তু হয়েছে। বর্তমানে ওবামা আরো ৮৩ বিলিয়ন ইউ এস ডলার ইরাক-আফগানিস্তান যুদ্ধব্যায় চেয়েছেন এবং ৩৪ হাজার সৈন্যকে আফগানিস্তান প্রেরণের অনুমোদন দিয়েছেন। ওবামার "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" যা ছিল বুশেরও "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" তা যে আসলে ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি ঘৃণার প্রতিফলন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড তা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ওবামার শান্তিবার্তা কার প্রতি?

প্রকৃত অর্থে বারাক ওবামা ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করছেন। অথচ তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন- গনহত্যাকারী ইহুদী এবং মুশরিকদের সাথে, ইরাক যুদ্ধ পন্থিদের সাথে এবং মুসলমান বিশ্বের দালাল শাসক গোষ্ঠীদের সাথে যারা প্রতিনিয়ত মুসলমানদের সাথে বেঈমানী করে পশ্চিমাদের এজেন্ডা বাস্তবায়িত করছে। সুতরাং নোবেল শান্তি কমিটির অঘোষিত মাপকাঠিতে ওবামা এবারের শান্তি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য দাবীদার ছিলেন এবং তিনি পেয়েছেনও। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়, মোবারক-জারদারী-হাসিনা-কারিমভ কি দোষ করেছে যে নোবেল শান্তি কমিটি তাদেরকে হিসেবের বাইরে রাখলো? মুসলিম বিশ্বের এই দালাল শাসকগোষ্ঠী বারাক ওবামাকে যোগ্য সঙ্গদান করছে। হুসনি মোবারক ইসরাইলকে মুসলিম হত্যায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে, জারদারী ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের ক্রুসেডে সহায়তা করছে এবং সে নিজ দেশের মুসলিমদের হত্যা করছে এবং উদ্বাস্তু বানাচ্ছে। হাসিনা ইসলামের চেতনা ধ্বংস করতে সর্বোচ্চ শ্রম দিচ্ছে। সে ভারতকে পিলখানায় বাংলাদেশের সেনাবাহিনী হত্যায় সহযোগীতা করেছে এবং যারা এর প্রতিবাদ করেছে তাদের মাসের পর মাস জেলবন্দী করে রেখেছে । পরবর্তীতে মুসলমানদের গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য পবিত্র রমজান মাসে বদর র‍্যালী করতে দেয়া হয়নি। তখন রোজাদার মুসলমানদের উপর হাসিনা তাঁর পেটোয়া বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছে এবং মিছিলকারীদের গণহারে গ্রেফতার করেছে। কারিমভ ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্মীদের বিনা বিচারে বছরের পর বছর বন্দী করে রেখেছে এবং তাদেরকে নির্মম অত্যাচার করে হত্যা করছে। সুতরাং এইসকল মুসলিম দালাল শাসকগোষ্ঠিও বারাক ওবামার সাথে যৌথ ভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কারের দাবীদার ছিল।

৪. উপসংহারঃ

সুতরাং, একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, শান্তি পুরস্কার বিজয়ের একটা অন্যতম শর্ত হচ্ছে শান্তিকে পৃথিবী থেকে বিতাড়িত করতে হবে। পবিত্র কোরআন তাদের এই তথাকথিত শান্তির কথা আলস্নাহ সুবহানওয়াতাআলা বলেছেন এইভাবে, "এবং তাদেরকে যখন বলা হয় তোমরা জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না, তারা বলে আমরা তো শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠা করছি। সাবধান! নিশ্চয়ই তারাই হচ্ছে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী যদিও তারা তা বুঝে না।" (সুরা বাকারা : ১১-১২)। উক্ত আয়াতের বাস্তবতা আমরা দেখতে পাচ্ছি। পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টিকারীরা সর্বোচ্চ শান্তি পুরস্কার পাচ্ছে। এর একটাই কারন, পৃথিবীতে আজ শান্তি তথা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই বরং কুফর তথা অশান্তি প্রতিষ্ঠিত। তাই অশান্তিই বর্তমানে শান্তি হিসেবে স্বীকৃত। শান্তি নির্বাসনে তাই, বারাক ওবামারা প্রতিবছর অশান্তি সৃষ্টির জন্য বিশ্ব শান্তি (!) পুরস্কার পাচ্ছে।